ইত্তেফাক
016
ঢাকা : মঙ্গলবার, ১৫ই পৌষ, ১৩৯২

তারিখ ...31 DEC 1985 ...
পৃষ্ঠা... .. ...5 কলাম... ..1 ...

ভর্তি-সমস্যা ও আমাদের শিশু

অধ্যক্ষা মালেহা খাতুন

কোমল, নমনীয় ও অগঠিত শিশু কোরকগুলিকে তাদের মাতা-পিতা প্রতি বছর বিদ্যালয়ের অঙ্গনে ভর্তি করতে নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এই শিশু কোরকগুলিকে বিকশিত করে তাদেরকে সুরভিত মানব-পুষ্পে পরিণত করে দেবেন। পিতা-মাতা সন্তানের জন্ম দেন, কিন্তু সে জন্ম প্রকৃত জন্ম নয় ; শিক্ষক জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় শিশুদের অজ্ঞান-তামস ঘুচিয়ে তাদের অন্তর্লোক জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে সত্যিকারের জন্মদাতার ভূমিকা পালন করেন। চতুর্দশ শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর এ কথাটি কি সুন্দর ভাবেই না বলে গেছেন :

"ওস্তাদে প্রণাম ক'রো
পিতা হন্তে বাড় ।
দোসর জনম দিলা
তিঁহ সে আক্ষার ।।"

এই 'দোসর জনমের' জন্যই 'প্রথম জন্মদাতা' পিতা-মাতা তাদের শিশুকে নিয়ে আসেন ওস্তাদের কাছে—বিদ্যালয়ে। সুস্পষ্ট কারণেই পিতা-মাতা এ গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারেন না ; তাই তাঁরা এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন বিদ্যালয়ের উপর। কারণ বিদ্যালয় সমাজেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—এ কারণে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। তাই বহু প্রত্যাশা নিয়ে পিতা মাতা তাঁদের সন্তানদের ভর্তি করতে নিয়ে আসেন বিদ্যালয়ে। পিতা-মাতার এ প্রত্যাশা যে কী বিপুল অভীপ্সায় ব্যঞ্জিত তা শুধু অনুভববেদ্য, প্রকাশ যোগ্য নয়। আর তাঁদের হাত ধরে যে 'শিশু-শশীটি' বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আসে, বিদ্যালয়ের অঙ্গন ঝলসিত করে—তার মনোজগতের কথা আমরা কেন, কোন শিশু-মনোবিদই বোধ হয় সঠিক ভাবে বলতে পারবেন না ! কিন্তু যখন বিদ্যালয়ে ভর্তির দ্বারটি তাদের সম্মুখে অকস্মাৎ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়, তখন 'হাতে মসী, মুখে মসী মেখে ঢাকা এই শশী'-দের অবস্থা শুধু পিতা-মাতা-কেন, যে-কোন হৃদয়বান ব্যক্তির হৃদয়ের ভিত্তিভূমিকে সজোরে নাড়া না দিয়ে পারে না ! এই অকৃতকার্যতা, হতাশা, নিরাশা কল্পনা-বিভোর শিশুর প্রক্ষোভময় জীবনে যে কি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে—শিশুর জীবনের অবচেতন স্তরে গিয়ে যে কিভাবে শুরু করে দেয়, তা আমরা কতটুকুই বা বুঝতে পারি ?

শিশুতো শুধু পিতা-মাতার স্নেহের দুলাল নয়, দেশের ভবিষ্যৎ যুগের প্রত্যাশিত বিবর্তনের পথিকৃৎ ও প্রেরণা শক্তি সে। শিশুর এই সম্ভাব্যতাকে লালন, উন্মেষ ও বিকাশের পরিবর্তে আমরা আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার চাপে অঙ্কুরেই পিষ্ট-দলিত করে দেই ! কি নিষ্ঠুর আমরা ! পাশ্চাত্য দেশে বোধহয় এ নিষ্ঠুরতার ক্ষমা নেই ! যে শিশু-শশীটি অপরূপ আলোর রঙ-মশাল জ্বালিয়ে বিদ্যালাভের জন্য বিদ্যালয়ের অঙ্গনে উদিত হয়েছিল, তা নিষ্প্রভ হয়ে গেল, হয়তোবা চিরতরে নিভেই গেল—ভবিষ্যতের একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা-ময় গতিময় জীবন খিন্নক্লিষ্ট হয়ে এখানেই হয়তো স্তব্ধ হয়ে গেল !...

এখন প্রশ্ন হল, এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে আর কত কালক্ষেপণ করব আমরা ? সমস্যা সম্পর্কে তো আমরা সকলেই সচেতন। আমাদের দেশের শতকরা আশিজন নিরক্ষর বলে আমরা সকলেই হৃদয়-বিগলিত উৎকণ্ঠা প্রকাশে উচ্ছ্বসিত ; কিন্তু সমাধান খুঁজে পাই না কেন ? নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষিত করে শিক্ষার হার শ'তে পূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর হয়েও আমরা শিশু-শিক্ষার্থীদের কেন বিদ্যালয়ের দোর-গোড়া থেকে ফিরিয়ে দেই ?...এ এক বিরাট বঞ্চনা ও নির্মম পরিহাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষা পরিকল্পনার আমূল সংস্কার ও পরিপূর্ণ পরিবর্তনের

মনুষ্যচিত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আধুনিক জীবন যাপনের শক্তি ও সামর্থ্যের ব্যবস্থাই যদি আমরা করতে না পারলাম, তবে কি হবে দেশে সম্পদের পাহাড় গড়ে ? সত্য বটে সরকার ভর্তি সমস্যা সমাধানের জন্য দু'চারটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেছেন, স্কুলে 'শিফট প্রথা' চালু করেছেন, সেকশনের সংখ্যা বাড়িয়েছেন : কিন্তু তাতে সমস্যার কতটুকু সমাধান হয়েছে ? তাই আমার অভিমত, কোটি কোটি টাকার বড় বড় প্রকল্পের দু'চারটি কাটছাঁট করে সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল স্থাপন করা হোক। আমার মতে শিশু-সম্পদ, তথা জন-সম্পদের চেয়ে বড় সম্পদ দেশে আর কিছু হতে পারে না। জীবন-প্রয়োজন-সম্পৃক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে আমাদের দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে হলে

ভর্তি সমস্যা ও আমাদের শিশু

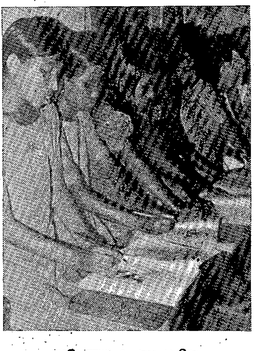

প্রশ্নটি আজও অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করছে। আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা শুধু সমস্যা-বহুল বললেই এর প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করা হবে না ; আমাদের সমস্যাগুলি কেবল সংখ্যায় বিপুল বা স্বতন্ত্রে ভিন্নতর নয়, বরং আমাদের সমস্যাগুলি এমন যে, এদের দ্বারা শুধু যে আমাদের শিক্ষার গতি ব্যাহত হচ্ছে এবং পঙ্গু থেকে পঙ্গুতর হচ্ছে, তা নয়, এগুলি বরং আমাদের শিক্ষার গতিকে পশ্চাতেই টানছে। বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি সমস্যা এরই একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। তাই এই সমস্যার সমাধানকল্পে আমি কয়েকটি প্রস্তাব রাখতে চাই।

আমাদের জাতীয় সরকার দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বহুতর প্রকল্প প্রণয়ন করছেন এবং সেগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়াস-প্রযত্নও চালাচ্ছেন ; কিন্তু দেশের সবচেয়ে যে বড় সম্পদ সেই শিশু সম্পদকে এভাবে অবহেলিত ও প্রবঞ্চিত রেখে আমরা কোন্ ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হতে চাই ? এ কি কাঞ্চন ফেলে কাঁচে গেরো দেওয়ার শামিল নয় ? এই শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সর্বাঙ্গীন ও সুসমঞ্জস্য প্রস্তুতি

শিক্ষার দ্বার সর্বাগ্রে সবার জন্য অবারিত রাখতে হবে।

এ ব্যাপারে শুধু যে সরকারী প্রচেষ্টার উপরই আমাদের চিরকাল নির্ভর করে থাকতে হবে স্বাধীন দেশের আত্মসম্মান বোধ-সম্পন্ন নাগরিকের পক্ষে সেটাও মোটেই শোভনীয় নয়। আমাদের দেশের বহু ধনবান ব্যক্তি আছেন, শিল্পপতি আছেন, দানশীল ব্যক্তি আছেন, উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা আছেন—যারা এ ব্যাপারে একটু অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেই বেসরকারী প্রচেষ্টায় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে।...আমরা একটু চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পাব, ঢাকা শহরের চারপাশে এমন কোন এলাকা নেই, যেখানে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ তাঁদের স্বচেষ্টায় সুন্দর সুন্দর মসজিদ গড়ে তুলেছেন। আর সে মসজিদগুলির পরিচালনারও কত সুন্দর ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা তারা করেছেন। মসজিদে মসজিদে ফোরকানিয়া মাদ্রাসাও তাঁরা খুলেছেন। অথচ শিক্ষা নিয়ে বড় বড় বুলি তাঁরা আওরান না। আমাদের ঢাকা শহরে বহু সুন্দর সুন্দর আবাসিক এলাকা উঠেছে, সেখানে সমাজের সকল উচ্চ শ্রেণীর লোক বসবাস করছেন। কিন্তু কই, তাঁরা কি আজ পর্যন্ত একটি স্কুলও কোথাও স্থাপন

ইত্তেফাক

করতে পেরেছেন ? অথচ সভা-সমিতি-সেমিনারে শিক্ষার বড় বড় বুলি তাঁরাই আওড়িয়ে থাকেন ! ...ছেলেমেয়েদের ভালো স্কুলে ভর্তি করার আকাঙ্খাই কেবল তাঁরা পোষণ করেন, কিন্তু স্কুল গড়তে তারা নারাজ। তাঁরা বরং ছেলেমেয়েদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে গৃহ-শিক্ষকের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটতে প্রস্তুত এবং এ ব্যাপারে বিপুল পরিমাণ টাকা খরচা করতেও বিন্দুমাত্র পিছপা নন। শুধু নিজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথা না ভেবে অন্যদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথা ভাবতে পারলে এই অজস্র অর্থব্যয় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিতে পারতো। কিন্তু একরূপ কোন কল্যাণকর ও সুপরিকল্পনা আমাদের কারো মধ্যে আছে বলে মনে হয় না। সকলেই আমরা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থান্বেষী, গণ্ডীবদ্ধ। এব্যাপারে যে সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমান শহর ভরে মসজিদ গড়ে তুলেছেন, তাঁদের কাছে আমাদের 'সবক' নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

অনেকের ধারণা ছাত্রভর্তি সমস্যা তেমন কোন বিরাট সমস্যা নয় ; এ কেবল কয়েকটি ভালো স্কুলে ছাত্র ভর্তি করার প্রবণতা থেকে উদ্ভূত একটি সাধারণ সমস্যা। কিন্তু বিভিন্ন শহর বা গ্রামের স্কুলগুলিতে ভর্তিচ্ছুদের পরিসংখ্যান নিলে এ ধারণার অসারতা প্রমাণিত হবে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে নানা কারণে অপসৃত হতে হতে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা যে ছাত্র-ছাত্রীরা এস, এস, সি, পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে, তাদের বিপুল সংখ্যা থেকে কি একথা প্রমাণিত হয় না যে, দেশের প্রায় প্রত্যেকটি স্কুলে ভর্তি-সমস্যা রয়েছে ? বিদ্যালয়ের পরিসর, সীমিত আসন সংখ্যা, আসবাবপত্র, শিক্ষোপকরণ, শিক্ষকের অভাব, অর্থাভাব এসব সমস্যা কোন্ স্কুলে না আছে ? কাজেই ভর্তির সমস্যাকে ছোট করে না দেখে তাকে তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত থেকেই দেখতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে। অবশ্য বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং প্রয়োজনের উপর আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

আমাদের দেশে নানা ধরনের জনকল্যাণ ও সেবামূলক সংস্থা রয়েছে। সেগুলির সংখ্যাও নেহায়েৎ কম নয়। এই সংস্থাগুলির প্রত্যেকটিই যদি স্ব-স্ব সাধ্যমত দু'চারটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসে, তাহলে দেশের শিক্ষা সমস্যা বহুলাংশে দূর হতে পারে।

আমাদের দেশের বহু মহান ও সমর্থ বন্ধুরাষ্ট্র আছে, তারা আমাদের নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। এই বন্ধু দেশগুলি যদি বিশেষ কোন ভিন্ন পরিকল্পনায় একটি করে বিদ্যালয় স্থাপন করে দিতে [illegible]
সভি[illegible]
পা[illegible]

সংখ্যা সীমিত, আর ভর্তিচ্ছুদের সংখ্যার আধিক্য থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষায় উত্তরণের জন্য প্রার্থীদের পূর্ণ প্রস্তুতিসহ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেই হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষিতা মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মা শিশুর এই বুনিয়াদি শিক্ষার দিকে বিশেষ সতর্ক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি না দিলে শুধু ভর্তি কেন, শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তি কখনও স্বাভাবিক, সুন্দর ও সুদূরপ্রসারী হতে পারবে না। তাই শিশুর চিরকালের দাবী : Give me mother, I Shall give you a nation. বস্তুতঃ সুশিক্ষিতা মায়ের চেয়ে সুশিক্ষক আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশের শিশুরা তেমন মা পায় না। ধনী পরিবারে আদরের ও বিলাসের আতিশয্য আছে ; কিন্তু শিক্ষা বলতে বিশেষ কিছু নেই। অনেক ক্ষেত্রেই অশিক্ষিতা পরিচারক ও পরিচারিকাদের হাতে শিশুকে ছেড়ে দিয়ে তাদের সর্বনাশই ডেকে আনা হয়। আর মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের তো কথাই নেই—অনাদৃত ও অযত্ন-বর্ধিত এই শিশুদের প্রতিযোগিতার যুগে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা এক দুরূহ ব্যাপার। তাই এ ব্যাপারে মাতা-পিতাকে পূর্বাহ্নেই পূর্ণ সচেতন হতে হবে—তাতে অন্ততঃ সম্ভাবনাময় শিশুগুলির জীবনে অকালে আকস্মিকভাবে অজ্ঞান-অন্ধকারের যবনিকা নেমে আসবে না।

আরেকটি কথা। যেখানে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভর্তির জন্য ছাত্র বাছাই করার রীতি প্রচলিত, সেখানে যোগ্যতমকেই চিরাচরিত নীতিতে স্থান দান করতে হয় ; কিন্তু এতো চাকরি নয় ভর্তির ক্ষেত্রে শিশু জীবনের মনস্তত্ত্ব অনুসরণ করে এর কিছুটা ব্যতিক্রম করলে কি অন্যায় কাজ হবে ? আমি বলতে চাই, প্রত্যেক শিশুর ভিতরই সৃজনশীল প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান। উপযুক্ত পরিবেশ, প্রচেষ্টা ও সাধনায় এই স্ফুলিঙ্গ সহস্র শিখায় দীপ্যমান হয়ে উঠতে পারে—শক্তি সম্ভাবনায় ক্রমশঃ বিকশিত ও মঞ্জুলরূপে রূপায়িত হয়ে উঠতে পারে। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সামারসেট মোম-এর একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য : "প্রতিভা একভাগ মাত্র আর বাদবাকী নিরানব্বই ভাগই হল প্রচেষ্টা ও সাধনা।" এ সব কথা স্মরণে রেখে আমরা বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা থেকে মধ্যও নিম্নমেধার ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট হারে কয়েকটি আসন সংরক্ষিত রাখতে পারি। তাতে সকল শ্রেণীর মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর প্রতিও সুবিচার করা হবে এবং শিক্ষার যেটি সব চেয়ে বড় কাজ—মেধানির্বিশেষে কতকগুলি জীবন্ত উপাদান নিয়ে গবেষণা করে সত্যিকার সম্ভাব্যতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা—সে কাজটিও শিক্ষাদানের পাশে পাশে সুন্দরভাবে চলতে পারে। কেবল 'ভালকে' ভাল করে আত্মপ্রসাদ লাভ না করে 'মন্দকে' ভাল করে আত্মগৌরব লাভ করার মধ্যে বীর্য আছে, মহিমা আছে। কাজেই আমার এ প্রস্তাবটি সম্পর্কে উর্ধতন স্কুল কর্তৃপক্ষকে একটু ভেবে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাই।

তারিখ 31 DEC 1985
পৃষ্ঠা... .. ...5 কলাম